KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 19 ● Bardhaman ● 15 March 2026 ● Rs. 2.00 (Four Pages)

সৌজন্যে – পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ ও পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন

R.O Number : 120 (102) / ICA / PUB / BDN (ADVT), Date - 13/03/2026

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 19 ● 15 March, 2026

চাষিরা ভালো নেই

আলু তো অর্থকরী ফসল। দু'পয়সা লাভের আশায় চাষি তো আলু চাষ করবেই,এতে আবার কম বেশির কি আছে ? আলু চাষ করে চাষিরা তো আর অপরাধ করে ফেলেনি । চাষিরা যাতে আলুর লাভজনক দাম পায় তার জন্য চাই সঠিক বিপণন ব্যবস্থা,সরকারের সদিচ্ছা।আলু বেশি চাষ হয়েছে বলে দাম নেই এটা কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ হতে পারে না।চাষিদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এটা তো দায় ঝেড়ে ফেলার একটা কৌশল মাত্র।চাষ ও চাষিকে বাঁচাতে আলুকে ভিন রাজ্যে ও ভিন দেশে পাঠাতে হবে,তার জন্য চাই সরকারের বিশেষ উদ্যোগ। মনে রাখতে হবে, গ্রাম দিয়েই শহর ঘেরা।গ্রামের চাষিরা ভালো না থাকলে শহরও ভালো থাকবে না।শহরের লোককে কম দামে আলু খাওয়াতে গিয়ে গ্রামের চাষিদের ভাতে মারলে গ্রামীণ অর্থনীতি একদম ভেঙে পড়বে। তাই বাজারকে চাঙ্গা রাখতে চাই আলুর লাভজনক দাম।নাম মাত্র নূন্যতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে আলু কিনবো বললেই হবে না,বাস্তবে মাঠ থেকে আলু কেনার ব্যবস্থা করতে হবে।স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী,কৃষকের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য উৎপাদন খরচের চেয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ বেশি হওয়ায় প্রয়োজন।আর সেই অনুযায়ী মাঠে বর্তমানে আলুর দাম হওয়া উচিত কমপক্ষে সাড়ে ছ'শ টাকা বস্তা।প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী ড.স্বামীনাথন বলেছিলেন,একজন চাষির আয় একজন সরকারি কর্মচারীর আয়ের সমান হওয়া উচিত।কিন্তু বাস্তব চিত্র পুরো আলাদা। চাষ করে চাষির এখন চরম দুরবস্থা,সংসার চালানোই দায়।আলুর দাম উৎপাদন খরচের চেয়ে এখন অন্তত ৫০ শতাংশ বেশি না হোক,২৫ শতাংশ বেশি হলেই চলবে,আলুর দাম মাঠে সাড়ে ছ'শ টাকা বস্তা না হোক,অনন্ত সাড়ে পাঁচ'শ টাকা বস্তা হোক। চাষি বাঁচুক,চাষ বাঁচুক।চাষি বাঁচলে সবাই বাঁচবে,সচল হবে গ্রামীণ অর্থনীতি।চাঙ্গা হবে বাজার। হাসি ফুটবে সবার মুখে।

খবর সোজাসুজি পত্রিকা মালিকানা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম ৪ (রুল-৮ দ্রষ্টব্য)

প্রকাশের স্থান-	গ্রাম- মথুরাপুর, পোঃ শিপতাই, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১২৩০৮
	প্রকাশকাল- পাক্ষিক
সম্পাদক -	ইসরাইল মল্লিক
	নাগরিকত্ব-ভারতীয়
	ঠিকানা-গ্রাম- মথুরাপুর, পোঃ শিপতাই, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১২৩০৮
মুদ্রক-	মিতা দত্ত
	নাগরিকত্ব-ভারতীয়
	ঠিকানা- বিধানপল্লী, শ্রীপল্লী, পূর্ব বর্ধমান পঃবঃ-৭১৩১০৩
প্রিন্টিং প্রেস-	বর্ষা অফসেট এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস
	১৩৮,এ ৫নং ইছলাবাদ, পালপাড়া,
	পূর্ব বর্ধমান-(পঃবঃ)৭১৩১০৩
সত্ত্বাধিকারী-	ইসরাইল মল্লিক
	নাগরিকত্ব-ভারতীয়
	ঠিকানা-গ্রাম- মথুরাপুর, পোঃ শিপতাই, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১২৩০৮

আমি ইসরাইল মল্লিক ঘোষণা করছি উপরোক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

খবর সোজাসুজি
১৫.০৩.২০২৬

ইসরাইল মল্লিক
প্রকাশক
খবর সোজাসুজি

আলু চাষিদের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ অধ্যাপক চন্ডীসাধন কোলে

নিজস্ব প্রতিবেদন - আলু চাষিদের জন্য আবারও কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অধ্যাপক চন্ডীসাধন কোলে। চাষ ও চাষিদের সমস্যার সমাধানের জন্য হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে শুনানির আবেদন জানিয়ে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি পাঠিয়েছেন ধনেখালির ধামাইটিকরের বাসিন্দা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চন্ডীসাধন কোলে।চাষিদের পক্ষে দু'জন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই শুনানীতে অংশ গ্রহণ করতে চেয়ে চিঠিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট আবেদন জানিয়েছেন চন্ডীসাধনবাবু। যদিও হাইকোর্টের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো সদুত্তর আসেনি বলে

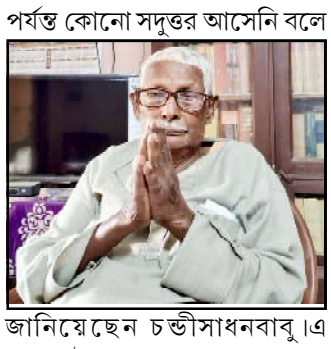

জানিয়েছেন চন্ডীসাধনবাবু।এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,সদুত্তর না পেয়ে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ চন্ডীসাধনবাবু শুনানির আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে আবারও রিমাইন্ডার চিঠি পাঠিয়েছেন।যদি হাইকোর্ট তাঁর আবেদনে সাড়া না দেন তাহলে চাষিদের স্বার্থে তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট শুনানির আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন চন্ডীসাধনবাবু।আলু চাষিরা যাতে ন্যায্য দাম পান তার জন্য এর আগেও তিনি কলকাতা হাইকোর্টে দু'বার জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন বলে জানা গেছে। চাষ ও চাষিকে বাঁচাতে মাঠ থেকে জ্যোতি আলু ৭০০/৮০০ টাকা বস্তা এবং চন্দ্রমুখী আলু ৯০০/ ১০০০ টাকা বস্তা কিনতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন চাষি বন্ধু অধ্যাপক চন্ডীসাধন কোলে

উন্নয়ন পর্ষদের দাবিতে সরব আদিবাসী কোড়া সমাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের মুকুন্দপুরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কোড়া সমাজ কল্যাণ সংগঠনের হুগলি জেলা কমিটির তৃতীয় সম্মেলন।উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুরেন নাগবংশী, রাজ্য সঞ্চালক সুকুমার কোড়া,পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অমিত মুদি, বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক নিমাই চন্দ্র কোড়া,উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমলেশ নাগবংশী, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি কিশোর কোড়া,হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতি কার্তিক মুদি ও জেলা সম্পাদক উত্তম মুদি এবং হুগলি জেলা কমিটির সভাপতি বরুণ মুদি

ও সম্পাদক দীপু কোড়া সহ হুগলি জেলা কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।আদিবাসী কোড়া সম্প্রদায় উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবিতে,কোড়া ভাষা ও সংস্কৃতিকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে,ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করার দাবিতে, জনগণনায় আদিবাসীদের ধর্ম কোড দেওয়ার দাবিতে এবং জোরপূর্বক আদিবাসীদের জমি দখল করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন সম্মেলনে আগত নেতৃবৃন্দ।

জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তৃণমূলের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা - মেমারীর সরডাঙা এলাকায় ১৯ নং জাতীয় সড়কে সদ্য নির্মিত গার্ড ওয়ালের একটা অংশ ভেঙে পড়ার প্রতিবাদে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁনের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার সকালে আঝাপুরের কাছে ১৯ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর থানার ওসি

কৃপাসিন্ধু ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী।জাতীয় সড়কে বসে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

ধনেখালি বিধানসভার অন্তর্গত সোমসপুর ২ নং অঞ্চলের সিমলে দুলে পাড়ায় তপশিলি সংলাপে ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ,মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ এবং সমস্যার কথা,দিলেন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস।

খবর সোজাসুজি'র খবরের জেরে অবশেষে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। শুরু হল খানপুর থেকে গুড়াপ পর্যন্ত ২৩ নং রাস্তা সংস্কারের কাজ। খানপুর থেকে গুড়াপ পর্যন্ত ২৩ নং রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে গত ১৩,১৫ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি আমরা খবর করেছিলাম। আর খবর প্রকাশের পরই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। শুরু হল রাস্তায় তালি তাপ্পি মারার কাজ।কাজটা কেমন হয় সেটাই এখন দেখার। গুড়াপের পলাশী পেট্রোল পাম্প এলাকা থেকে তোলা ছবি।

যন্ত্রণার বাম্পার !

নিজস্ব প্রতিবেদন - এ যেন মরণ ফাঁদ ! খানপুর থেকে কানানদী হয়ে

ধনেখালি যাবার রাস্তায় মহরমপুর স্কুলের সামনে একসাথে পরপর ৫ টা করে ১০ টা বাম্পার।আবার কাশীপুর স্কুলের সামনেও পরপর ৫ টা করে ১০ টা বাম্পার।একইঞ্চ রাস্তায় ৫০০/৭০০ মিটারের ব্যবধানে ২০ টা বাম্পার,ভাবা যায় ! দুর্ঘটনা রুখতে তৈরি হয় বাম্পার, কিন্তু এতে তো হিতে বিপরীত হচ্ছে।দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন অনেকেই।বাম্পারের বাহুল্যে গাড়ির গতি যেমন কমছে তেমনই স্কুটি,বাইক,টোটো,অটো উল্টে গিয়ে প্রতিনিয়ত ঘটছে বিপত্তি।দুর্ঘটনা কমার জায়গায় বাম্পারের জন্য বাড়ছে দুর্ঘটনা, অভিযোগ।দুর্ঘটনা এড়াতে স্কুলের সামনের রাস্তায় বাম্পার অবশ্যই দরকার আছে,তা বলে ৫ টা করে ১০ টা বাম্পার।মহররম এবং কাশীপুর মধ্যে ৫০০/৭০০ মিটারের দূরত্বে ২০ টা বাম্পার! বাইক বা চার চাকা কিংবা ছ'চাকা গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে একটা কি দু'টো করে বাম্পার দিলে হতো না ? এরকম অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাম্পার করার অর্থ কি? পিডব্লুডি কর্তৃপক্ষ কিংবা ব্লকপ্রশাসনের কি নজরে পড়ছে না বিষয়টি ? উঠছে প্রশ্ন।

দায় ঠেলাঠেলি

নিজস্ব প্রতিবেদন - বিএলও, এইআরও, ইআরও এবং ডিইও'দের অনেকের গাফিলতির কারণেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে অযৌক্তিকভাবে বহু মানুষের নাম বাদ পড়েছে বলে দাবি নির্বাচন কমিশনের।বিএলও, এইআরও, ইআরও এবং ডিইও'রা কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন নি বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে।ফলে বহু ভোটারের তথ্য সঠিকভাবে আপলোড হয়নি এবং সেই কারণেই অনেকের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে অভিযোগ।যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে ডব্লুবিসিএস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন।চলছে চাপান উতোর,দায় ঠেলাঠেলি।আর এই চাপান উতোরের মাঝে পড়ে দিশেহারা অবস্থা লক্ষ লক্ষ বিবেচনাধীন বৈধ ভোটারের।

মোবাইল রিচার্জে ২৮ দিনে মাস !

নিজস্ব প্রতিবেদন - মোবাইল রিচার্জে এখন ৩০ দিনে মাস নয়, ২৮ দিনে মাস।তার ওপর আবার রিচার্জের মেয়াদ ফুরলোই আউটগোয়িংয়ের সঙ্গে ইনকামিংও বন্ধ।টক টাইমের জন্য নেই কোনো আলাদা প্যাক।আপনি চান বা না চান,ডাটা প্যাক নিতেই হবে।এলাকায় ফোর জি/ ফাইভ জি নেটওয়ার্ক থাকুক আর নাই

থাকুক।জিও,ভোডাফোন, বিএসএনএল সবারই এক অবস্থা।এভাবেই চলছে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা।এ যেন পুরো দিনদুপুরে ডাকাতি হচ্ছে।হাত গুটিয়ে বসে আছে টেলিকম রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ।কোনো হেলদোল নেই সরকারের।রিচার্জের মেয়াদ ফুরলো আউটগোয়িং কল বন্ধ হোক অসুবিধা নেই,কিন্তু কেন বন্ধ করা হচ্ছে ইনকামিং কল ? রিচার্জের মেয়াদ ৩০ দিনের পরিবর্তে ২৮ দিন কেন ? ১২ মাসে কেন ১৩ মাসের রিচার্জ করতে হবে ? কেন রিচার্জের সঙ্গে বাধ্যতামূলক ভাবে দেওয়া হচ্ছে ডাটা প্যাক ? কেন জিও/ভোডাফোন/ বিএসএনএল নেটওয়ার্কের হাল এত খারাপ,স্পিড নেই বললেই চলে ? মোবাইল রিচার্জের খরচ তো দিন দিন বাড়ছে, তাহলে পরিষেবা এত তলানিতে কেন ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

অবৈধ পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা - বলাগড় থানার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ার চর রসুলপুরে অবৈধ পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান পুলিশের,নষ্ট করা হল অবৈধ পোস্তগাছ।হুগলি গ্রামীণ জেলা

পুলিশের সিআই মগরা রাজকিরণ মুখার্জীর নেতৃত্বে বলাগড় থানার ওসি সোমদেব পাত্র,গুপ্তিপাড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ প্রীতম সিংহ সহ একটি টিম পুরো চর রসুলপুর এলাকাজুড়ে শুক্রবার অভিযান চালায় এবং সব অবৈধ পোস্ত গাছ কেটে ফেলা হয়।অবৈধভাবে পোস্ত চাষ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।তাই ভবিষ্যতেও এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে অভিযান চলবে বলে হুগলি জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এক নজরে

- পদত্যাগ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হলেন রবীন্দ্র নারায়ণ রবি।
- স্থগিত গুড়াপ বইমেলা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভয়াবহ ধস। আলু অবিক্রি।হাসি নেই চাষিদের মুখে। সর্বত্র একটা নীরব হাহাকার।এই পরিস্থিতিতে এবার বইমেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল গুড়াপ বইমেলা কর্তৃপক্ষ।
- আপনার এলাকার উন্নয়ন-অনুন্নয়ন সহ যেকোনও খবর আমাদের পাঠাতে পারেন,সম্পূর্ণ গোপন থাকবে আপনার নাম।হোয়াটস অ্যাপ - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
- এসআইআরে অধিকাংশ সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটারের নামের পাশে লেখা আন্ডার অ্যাডজুডিকেশান, বিবেচনাধীন ! এ কেমন এআই যে শুধু বেছে বেছে মুসলিমদেরই টার্গেট করে ? উঠছে প্রশ্ন।
- বুথে বুথে টাঙানো হয়নি ফাইনাল ভোটার লিস্ট,অভিযোগ।ধনেখালি, জামালপুর সর্বত্র একই ছবি।ভোটার লিস্টে নাম দেখার জন্য মানুষ কি বিএলও'দের পিছুপিছু ঘুরবে ? উঠছে প্রশ্ন।
- রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতকে আমেরিকার অনুমতি নিতে হবে কেন ? ভারত কার কাছ থেকে তেল কিনবে সেটা তো ভারতের নিজস্ব ব্যাপার। আমেরিকা কে অনুমতি দেবার ? ভারত তো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন্ দেশের সঙ্গে ব্যবসা করবে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। তাহলে রাশিয়া থেকে তেল কিনতে আমেরিকার অনুমতি লাগবে কেন ? উঠছে প্রশ্ন।
- বদলি হয়ে গেলেন ধনেখালি পশ্চিম চক্রের স্কুল পরিদর্শক কস্তুরী ঘোষ।ধনেখালি পশ্চিম চক্রের নতুন স্কুল পরিদর্শক হলেন সৌমেন দত্ত।
- বদলি হয়ে গেলেন ধনেখালির বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী।ধনেখালির নতুন বিডিও হলেন ফাহিম আলম।
- চাষ ও চাষিকে বাঁচাতে মাঠ থেকে জ্যোতি আলু ৭০০/৮০০ টাকা বস্তা এবং চন্দ্রমুখী আলু ৯০০/১০০০ টাকা বস্তা কিনতে হবে বলে দাবি জানাচ্ছেন ধনেখালির ধামাইটিকরের বাসিন্দা,চাষি বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চন্ডীসাধন কোলে।
- আলুর দাম নেই,কিন্তু আলুর বস্তার দাম বাড়ছে।১০/১২ টাকার বস্তা এখন ১৮/২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে,ভাবা যায় !
- আলু ১৮০ থেকে ২০০ টাকা বস্তা। আলু নিয়ে মুখে কথা নেই কারো।সবাই নীরব।মুখে সব যেন সেলোটেপ এঁটে বসে আছে। চাষি মরলে কার কি, এরকম মনোভাব।এটাই কি কৃষক প্রেমের নমুনা ? উঠছে প্রশ্ন।
- ''পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব নিতে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি।আর তো কয়েকটা মাস।এবার উনি বিশ্রামের জন্য তৈরি হোন। ভালো করে মেক আপ টেকাপ করুন, সাজুগুজু করুন'', মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে সোমবার সিঙ্গুরে বিজেপির পরিবর্তন সভায় মন্তব্য করলেন রূপা গাঙ্গুলি।

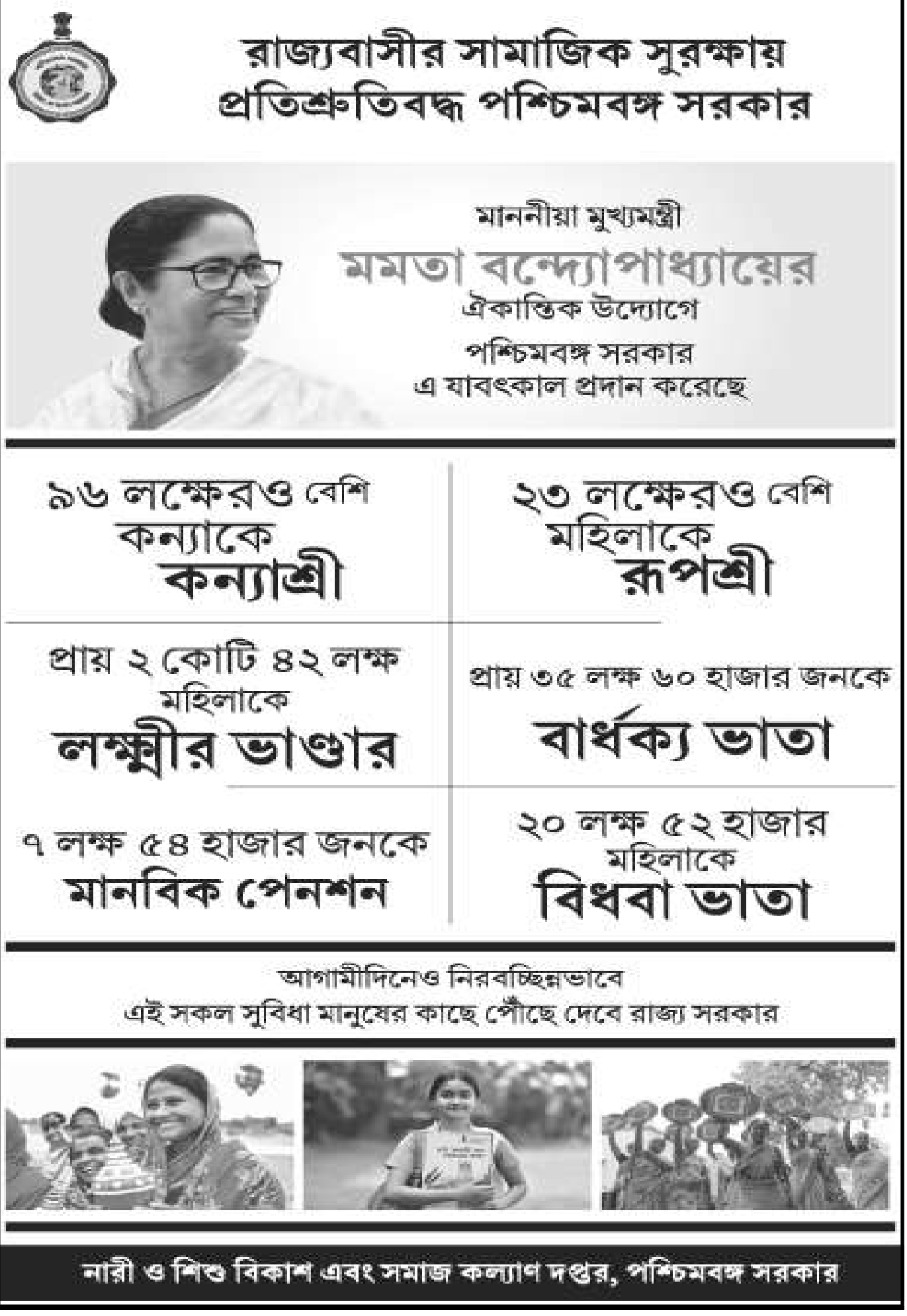

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and printing press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103